মনকেমনের গল্প

সিদ্ধেশ্বর সাহা

ভর সন্ধ্যেয় মন খারাপ।
কত শত এইচ.ডব্লিউ. মিস্ করে হাঁ করে তাকিয়ে আছি!
লাইভে অঞ্জনের গান বাজছে।
বুড়ো আংলারা অঞ্জন শোনেননি। তারা যুদ্ধের সময় সৈনিকের আর্তনাদ শুনেছেন।
যে কৃষক খেতে না পেয়ে কমিউনিটি কিচেনে লাইনে দাঁড়ান, তিনি বুকের ব্যাথা শুনেছেন।
কান্নাভেজা রাতে রসুল মাঝি কালিন্দীর স্রোতের ডাক শুনেছেন।
বৃষ্টি হয়নি বলে যে প্রেমিক প্রেমিকার সাথে ভিজতে পারেনি, সে দীর্ঘশ্বাস শুনেছে!
মনকেমন আমার।
মনকেমন তোমার।
মনকেমন সবার।

রাত-দুপুরে মন খারাপ।
ঘুম চোখে স্বপ্ন দেখা ছেড়ে দিয়ে অকারণে বালিশ ভিজিয়েছি!
একটা জোনাকি জ্বলছে-নিভছে!
দৃষ্টিহীনরা জোনাকি দেখেননি। তারা মনের আলোকে পৃথিবীর সকল রূপের গল্প শুনেছেন।
বাবার 'হাত' নেই বলে অভিনয়ের সুযোগ পাননি যে অভিনেতা, তিনি ব্যাকস্টেজে বিদ্রুপ শুনেছেন।
পণ দেবার শর্তে রাজী না হওয়া শ্যামবর্ণা অবিবাহিতা দিদি ফর্সা বোনের বিয়েতে "প্রজাপতয়ে নমঃ" মন্ত্র শুনেছে।
প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেও আই.আই.টি-তে পড়তে না পারা মেধাবী ছাত্রী "মেয়েদের অতো পড়তে নেই"— প্রবাদ শুনেছে।
বন্ধুর মনকেমন।
স্বজনের মনকেমন।
প্রতিবেশীর মনকেমন।

খুব সকালে মন খারাপ।
গলা সাধা ছেড়ে খুব জোরে স্ক্রল করেছি।
টাইমলাইন জুড়ে বন্ধুর ছড়াছড়ি!

বন্ধুরা মনকেমন বোঝেনা। ওরা দিনের শেষে ছেলেটার ছদ্মসুখের পোস্ট দেখেছে।
প্রস্তাবে রাজী হয়নি বলে হাত কাটলো যে প্রেমিক, সে শুধু প্রেমিকার "না" শুনেছে।
সমাজ বদল হয়নি বলে আত্মঘাতী দলিত কিশোর দিনবদলের গান শুনেছেন।
শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হানা বন্দী মানুষটি রাজপথে মিছিলের স্লোগান শুনেছেন।
সমাজের মনকেমন।
দেশের মনকেমন।
পৃথিবীর মনকেমন।